ইত্তেফাক

তারিখ ... 18.12.83 ...
পৃষ্ঠা ... [redacted] ...

বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা

ঢাকা-২

বিজ্ঞপ্তি নং ৫৫: বিত/১৫/৮১ (২য় খণ্ড) তারিখঃ ২৬-১২-৮৩ ইং

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ পদ্ধতি নিম্নরূপ :

১। ১ম থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে সরকারী সার্বজনীন শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সহযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য স্কুলে স্কুলে বিতরণ করা হবে।

২। ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক সরকার শিক্ষার্থীদের স্বার্থে প্রকৃত মূল্যের অর্ধেক প্রদান করেছেন এবং বাকী অর্ধেক বিক্রয় মূল্য হিসাবে ধার্য হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর প্রতিটি বইয়ে প্রকৃত মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য উল্লেখ করা আছে।

৩। ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকসহ ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পুস্তকসমূহ বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত পাইকারী পুস্তক বিক্রেতাদের সরবরাহ করা হচ্ছে এবং ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কিছুসংখ্যক পাঠ্য-পুস্তক মূল্যসহ বাজারে ছাড়া হচ্ছে। তবে মূল্যের বই খুলনা বুক প্রিন্ট ৬০ গ্রাঃ কাগজে এবং ভিন্ন রংয়ের প্রচ্ছদে মুদ্রিত থাকবে। বিনামূল্যে প্রাপ্ত বই ছিঁড়ে গেলে বা হারানো গেলে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা মূল্য দিয়ে বই পেতে পারে তার জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ সকল পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত পাইকারী পুস্তক বিক্রেতা-দের নিকট পাওয়া যাবে।

৪। ৮ম এবং ৯ম, ১০ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকসমূহ বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এ সব বই বাজারে পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছে যাওয়া যাবে।

৫। এখানে উল্লেখ্য যে, ডাক বিভাগও তাদের নিকট মজুদ অবিক্রীত চালু পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নিয়োজিত পাইকারী পুস্তক বিক্রেতাগণের নিকট নির্ধারিত কমিশনে বিক্রি করতে পারবেন এই মর্মে অনুমতি দেয়া আছে।

(অধ্যাপক মোঃ আসাদুজ্জামান),
সচিব,
বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা।

স—২৮৪৩